দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বুধবার, ৫ মাঘ ১৪১৮, ১৮ জানুয়ারি ২০১২

# স্কুল গমনে অন্তরায় ও সুরাহা

ড. এম আজিজুর রহমান

বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। বাংলাদেশও একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। ১০ বছর আগে বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন বা ৬ কোটি লোক ছিল দরিদ্র। সরকারি সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় ৪০ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এর অর্থ বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৫ কোটির বেশি লোক দরিদ্র। অধিকাংশ দরিদ্রতা জন্মসূত্রে শৈশব থেকে প্রাপ্ত। দারিদ্র্যের এই দৃশ্যপট বৈশ্বিক দারিদ্র্যের দৃশ্যপট থেকে খুব বেশি ভিন্নতর নয়। শৈশব থেকে দারিদ্র্য শুরু হয়। আবারো উল্লেখ্য, অনেকে জন্মগতভাবে দরিদ্র। কেউ কেউ অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান আবার কেউ কেউ জন্মসূত্রে দরিদ্র।

সারা বিশ্বের ৮ থেকে ১০ কোটি শিশু দরিদ্র। দারিদ্র্যের সামগ্রিকতায় শিশু-দারিদ্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। শিশু-দারিদ্র্যের নানাবিধ কারণ আছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দরিদ্র শিশু দরিদ্র পরিবারে জন্মায়। তাদের সামাজিক পরিবেশ ও পরিবারের আয় স্কুল গমনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। স্কুল গমনের পরিবেশ ও সুযোগের অভাবই হচ্ছে শিশু দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। দারিদ্র্য ও স্কুল গমন পরস্পর বিরোধী। স্কুল গমনের উচ্চ হার স্বল্প দারিদ্র্যের পরিচায়ক। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে দারিদ্র্য প্রবণতার কারণে স্কুল গমনের হার কম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কমছে। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের শিক্ষার হার প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় একটু দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের বর্তমান শিক্ষার হার ৭২ শতাংশ। আমরা বড় আশাবাদী নিকটতম ভবিষ্যতে আমরা ভাতের শিক্ষার হারকে অতিক্রম করতে পারবো।

শিক্ষা দারিদ্র্য হ্রাসের বড় সহায়ক। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, শিশুনির্ভর বা শিশুকেন্দ্রিক বিনিয়োগের অভাব শিশুদের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। সুবিধাগুলো হচ্ছে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, জ্ঞান অর্জন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন, প্রজ্ঞা এবং চৌকস হওয়া ইত্যাদি। এ সব বৈশিষ্ট্য মানবিক ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্যের সর্বাত্মক দৃশ্যপট বিশ্বে দারিদ্র্য বৈশিষ্ট্যের দৃশ্যপট থেকে তেমন ভিন্ন নয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। ওপরে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধার অভাব শিশুদের নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার অভাব এবং শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পিতা-মাতার অজ্ঞতা শিশু দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। শিশুদের নিম্নমানের স্বাস্থ্যসেবা এবং নিম্নমানের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার জন্য পিতা-মাতার অক্ষমতা ও অজ্ঞতা দায়ী। গরিব পরিবারের শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। মানুষের মানসিক ও শারীরিক গঠন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিশুদের নিম্নমানের স্বাস্থ্যসেবা এবং নিম্নমানের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার জন্য পিতা-মাতার অক্ষমতা ও অজ্ঞতা দায়ী। গরিব পরিবারের শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। মানুষের মানসিক ও শারীরিক গঠন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিশুদের ভরণ-পোষণের অভাব ও পুষ্টিহীনতা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা আনয়নে সন্তোষজনক নয়। অনেক সময় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তারা উন্নত চিকিৎসা পায় না। ফলে এ সব শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের নারী ও শিশু মৃত্যু হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হওয়ায় এ খাত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে।

শিশুনির্ভর বা শিশুকেন্দ্রিক বিনিয়োগ সর্বোত্তম বিনিয়োগ। লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ, জ্ঞানার্জন, প্রজ্ঞা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও চৌকস হওয়া, যোগাযোগ দক্ষতা, সাধারণ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা, কাজে উৎসাহ, কঠোর পরিশ্রমী ও প্রাসঙ্গিক দক্ষতা এ সবই অভিভাবকের শিশুনির্ভর বা শিশুকেন্দ্রিক বিনিয়োগের ফসল। শিশুনির্ভর বিনিয়োগ কখনই নেতিবাচক নয়। এটি সব সময় ইতিবাচক। শিশুনির্ভর বিনিয়োগে মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতিগতভাবে উপকৃত হয়। শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগের ফলে সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। দীর্ঘমেয়াদি আয় ও নিশ্চিত আয় শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগের ফলে সম্ভব।

আমরা কমবেশি ২০ বছর ধরে শিশুদের বাড়ন্ত সময়ে বিনিয়োগ করে থাকি। এর ফলে শিশুরা পুরো জীবনের জন্য বড়ই উপকৃত হয়। শিশু শিক্ষা বিনিয়োগ ব্যবসায়-এর সাথে তুলনীয়। এটি একটি সর্বোত্তম ব্যবসায়। জীবনের শুরুতে শিশুরা পিতামাতার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। পরবর্তীতে তারা চাকরি বা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জন করে ঋণ শোধ করে।

শিক্ষিত পরিবার অবস্থাপন্ন। শিক্ষিত মানুষ স্বাস্থ্যসম্পন্ন। শিক্ষিত মানুষ স্বাস্থ্যসম্পন্ন জীবন ও জীবিকার উন্নত দেখভাল করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মতে, শিক্ষা হচ্ছে মানবজীবনে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একটি উপকরণ। শিক্ষা সব কিছু পরিবর্তনের নিয়ামক। শিক্ষা মানুষের শরীর ও মনকে চাঙ্গা রাখে। আমরা যদি আমাদের সাক্ষরতা শতভাগে উন্নীত করতে পারি তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছাবে। আমরা কাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবো। এদেশে GNP ও GDP বৃদ্ধি ও আয়ের সুষম বণ্টন ঘটবে। দারিদ্র্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌছাবে। আমরা দেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারবো। স্কুলে বর্ধিত যোগদানের হার, বয়স্ক শিক্ষা, দীর্ঘায়ু, মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক ইত্যাদির ফলে জীবন ও জীবিকারমান একটা প্রত্যাশিত পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে।

> *আমরা যদি আমাদের সাক্ষরতা শতভাগে উন্নীত করতে পারি তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছাবে। আমরা কাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবো। এদেশে GNP ও GDP বৃদ্ধি ও আয়ের সুষম বণ্টন ঘটবে। দারিদ্র্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌছাবে। আমরা দেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারবো।*

পরিশেষে বলা যায়, পিতামাতার মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে, শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগ করা। সরকারেরও দায়িত্ব হচ্ছে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অধিক হারে শিক্ষায় বিনিয়োগ করা। আয়ের সুষমবণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষা ও মানবসম্পদ এবং শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিশেষভাবে সহায়ক। শিক্ষা হচ্ছে সবার জন্য এবং সর্বজনীন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুদান বৃত্তি, স্কলারশিপ, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি সাহায্য-সহযোগিতা জাতীয় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিতে সহযোগিতা করে। অনুদানকারীদের উৎসাহ প্রদানে অনুদানের টাকা ট্যাক্স ফ্রি হওয়া দরকার। পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয় গমনের অন্তরায় দূরীভূত হবে। সামগ্রিকভাবে সমাজ উপকৃত হবে।

*লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর*
*উত্তরা ইউনিভার্সিটি।*